পুঁথি

সপ্তম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ
২৭ ফাল্গুন , ১৪৩০ সন

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয় : বিজনী ।।

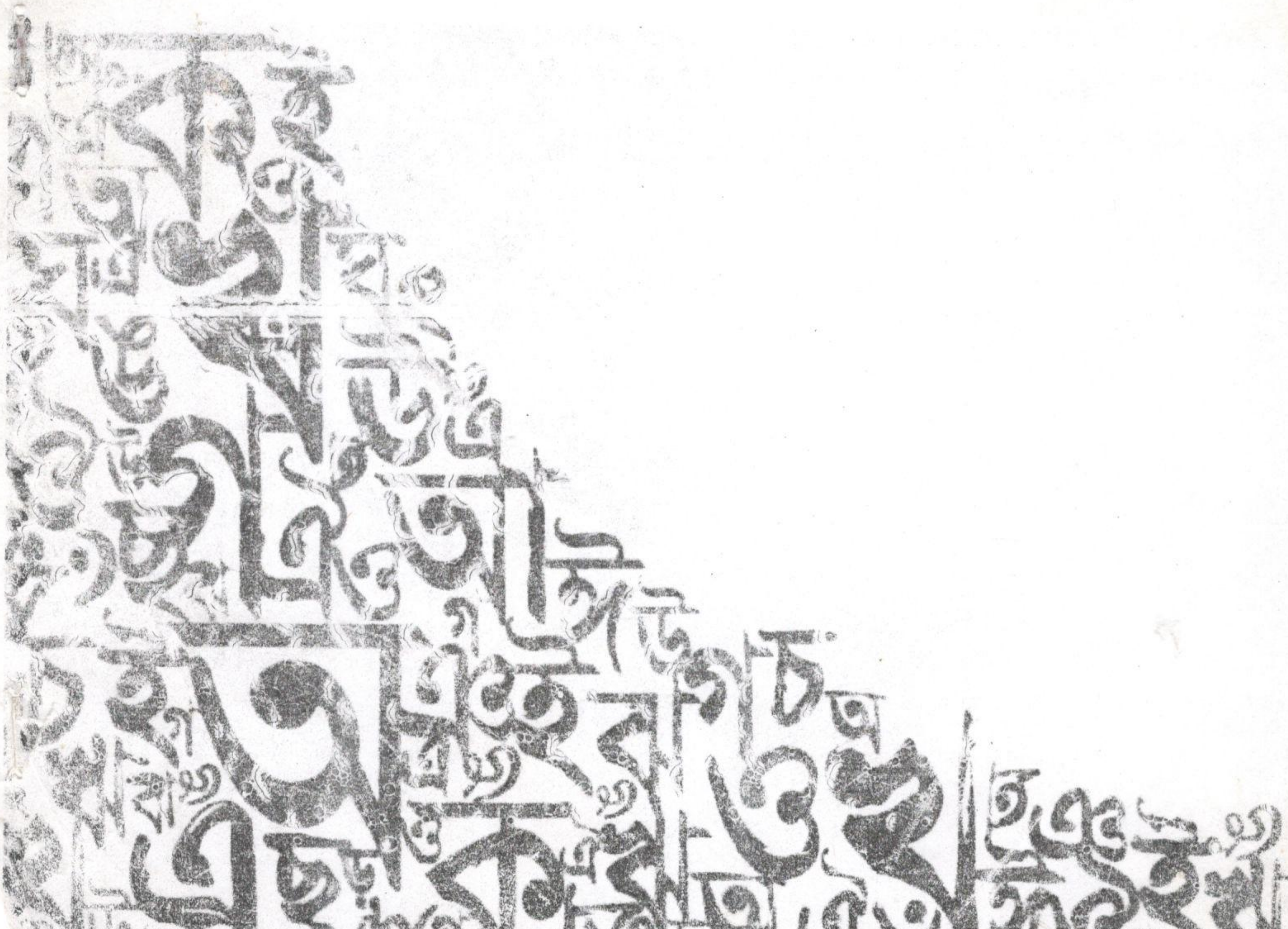

বাংলা বিভাগের তরফ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা " পুথি " ২০১৫ সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। এই বছরও বিহারী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা " পুঁথি " ৭ম সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

আধুনিক কম্পিউটারের যুগেও ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই শুভ কামনায় —

ড. ঊর্মিলা পোদ্দার
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা — ড° ঊর্মিলা পোদ্দার
— সুদীপ বসাক

সম্পাদিকা — সুমিতা দত্ত

অক্ষর বিন্যাস — মনসা দে, নিকিতা দাস।

প্রচ্ছদ — অনন্যা সাহা।

সদস্যা — ঝিকি সরকার, মনসা দে, সুমিতা দত্ত, অনন্যা সাহা, নিকিতা দাস, সুপ্রিয়া মণ্ডল, ববিতা মজুমদার।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র ছাত্রীরা অধ্যয়নের পাশে পাশে বিভিন্ন কর্ম কলাপের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন গড়ের স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিহারী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় হলে বরাবর সুযোগ পাওয়া যায়। বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ যেন পাওয়া যায়। হাতে লেখা পুঁথিটির মাধ্যমে। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুস্থ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশনের জন্য যারা স্বতঃস্ফূর্ত বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথিটি প্রকাশনে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

সূচীপত্র

১/ স্মৃতি — স্নেহাশীষ বীর —— ০১

২/ সঙ্গী — সুপ্রিয়া মণ্ডল —— ০২

৩/ শেষ বিদায় — অনন্যা সাহা —— ০৩, ০৪ .

৪/ ইচ্ছে খাতা — সুনিতা দত্ত —— ০৫, ০৬, ০৭

৫/ প্রেম যাত্রা — মনসা দে —— ০৮

৬/ আমার জীবনের বাবা — ঝিকি সরকার —— ০৯

৭/ কল্পনা —— মনিকা মণ্ডল —— ১০

৮/ খোকার বিদেশ যাত্রা — সুস্মিতা হাজরা —— ১১

৯/ ফেরা নাহি যায় — সবিতা মজুমদার —— ১২

১০/ নিয়তি —— জয়শ্রী দে —— ১৩

১১/ দুর্গা পূজো — শুভ চক্রবর্তী —— ১৪

১২/ দিদির বিয়ে —— অধ্যমী দাস —— ১৫

স্মৃতি

সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে
কারো প্রাণের শিখা চিরতরে নিভে
বিধাতার কি ছিল মনে
সকল মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে
চলেছেন অন্তপুরে
মনে আসে সেই দিনের ক্লাসে
বলেছিলেন, "আমি আছি তোদের পাশে"
এই কথা বলে কোথায় গেলেন চলে
আপনার কথা ভীষণ পড়ে মনে
কত স্মৃতি রয়েছে আমাদের কাছে।

— স্নেহাশীষ বীর
(চতুর্থ ষাণ্মাসিক)

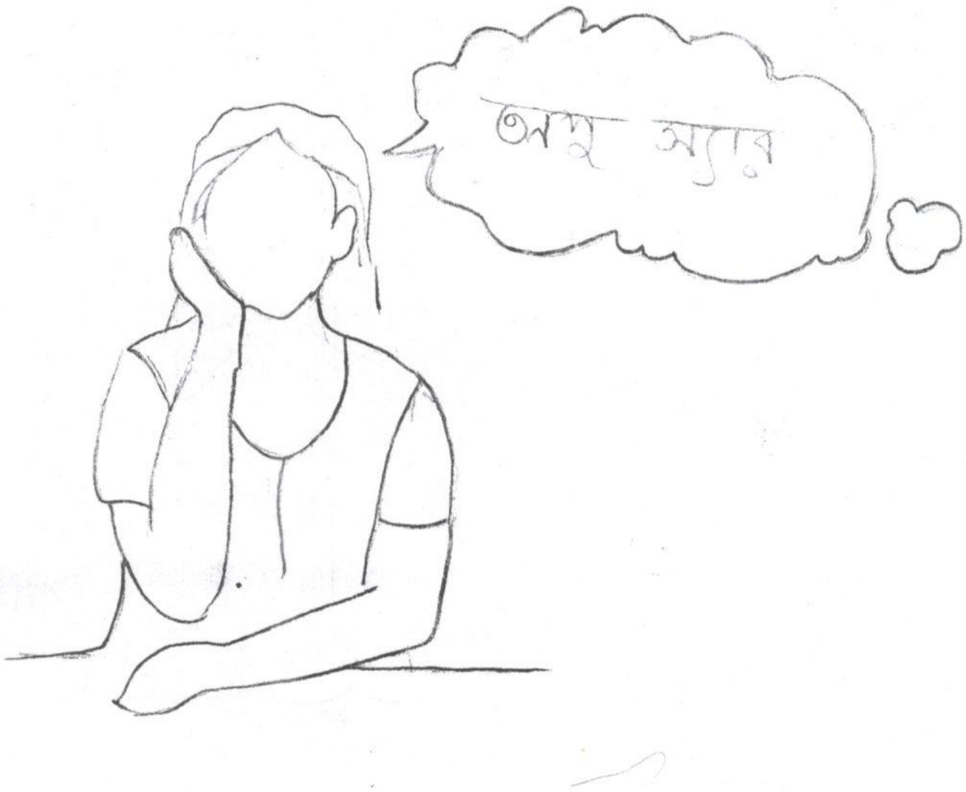

-সখী

সখী মানে হাজার দুষ্টুর পর
সারাকালের আকাঙ্খা ,
সখী মানে বইতে থাকে
ভালো থাকার বাতাস ,
সখী মানে তোর কি হয়েছে?
সত্যি করে বল ,
সখী মানে দূর, কিছু হয়নি
আবার নতুন করে শুরু করি চল।

— সুপ্রিয়া মণ্ডল
(ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক)

শেষ বিদায়

তিন অক্ষরে বিচ্ছেদ শব্দটি বড্ড সহজ
তবু কিছু আবেগ এবং নিষ্ফলা অনুভূতিময়
ছোটবেলা থেকেই স্কুল
স্কুল শেষ করে কলেজ,
তারপর আবার ইউনিভার্সিটি
ইউনিভার্সিটির পর আরো তো কত কি...
সবকিছুর শেষেই একটি করে
যেন বিদায় হয়ে যায়।
এরপর, কিছুজন কাজের সন্ধান করে
আবার তো কেউ বিয়ে;
হ্যাঁ, মেয়েদের তো অবশ্য বিয়ে মানে বিদায়
কিন্তু সত্যিই কি শেষ বিদায় মন থেকে হয়?
মেয়েটি তারপর নিজেই খুঁজে উঠতে পারে না,
তার নিজের বাড়ি আসলে কোনটি?
কিন্তু জীবনে কি শুধু এই বিদায়ই হয়ে যায়
আর এই জীবনময় অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিগুলো?
মনের কোন যেন এক বাহিরকোণায় পড়ে থাকে;
এর শেষে যখন উপলব্ধি হয়
তখন সৌন্দর্যের মানুষের -জীবনের প্রদীপ-

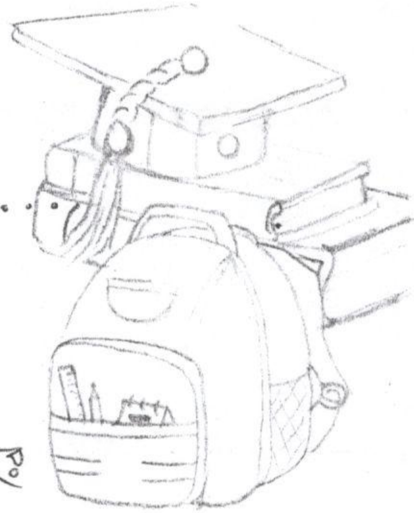

জীবনের এক কোনে এসে দাঁড়িয়ে পরে
তখন তারা আরেক বিদায়ের পথে এসে উপস্থিত হয়
হ্যাঁ, মৃত্যু অমোঘ সত্য;
কিন্তু কে যেন বলেছিল,
"ভেঙে যাওয়া যায় বললেই কি ভেঙে দেওয়া যায়?"
আর তার জীবনলব্ধ স্মৃতিগুলো?
তার সাথে অনিস্বীয় ভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো?
তাদের....
কিন্তু কোথায় আর সেই মানুষটি
কোথায় আর তার অস্তিত্ব
হয়তো, মানুষটি সেই শেষ বিদায়ের পথে পৌঁছে গিয়েছে।

— অনন্যা সরকার
(যুগ্ম সম্পাদিকা)

হঠাৎ বার্তা

কাল ই ছিল জন্মদিন,
তাই আনন্দের উল্লাস এখনো
মন থেকে কাটেনি
তার ওপর আবার
আজ সারাটা দিন,
প্রাণের আনন্দে মেতে ছিলাম।
চঞ্চল মনটাকে শান্ত করে বসিয়েছিলাম
সন্ধ্যের ওই নিঝুম ঘরটাতে
হরন আজ প্রেমগান শোনাচ্ছিলাম
আমার সেই শান্ত স্বপ্নটিকে
হঠাৎ বেজে উঠল ফোন কল ...
কিসের বার্তা নিয়ে এলো
এ ফোন কল?
হ্যালো, হ্যাঁ ... বল
শুনেছিস?

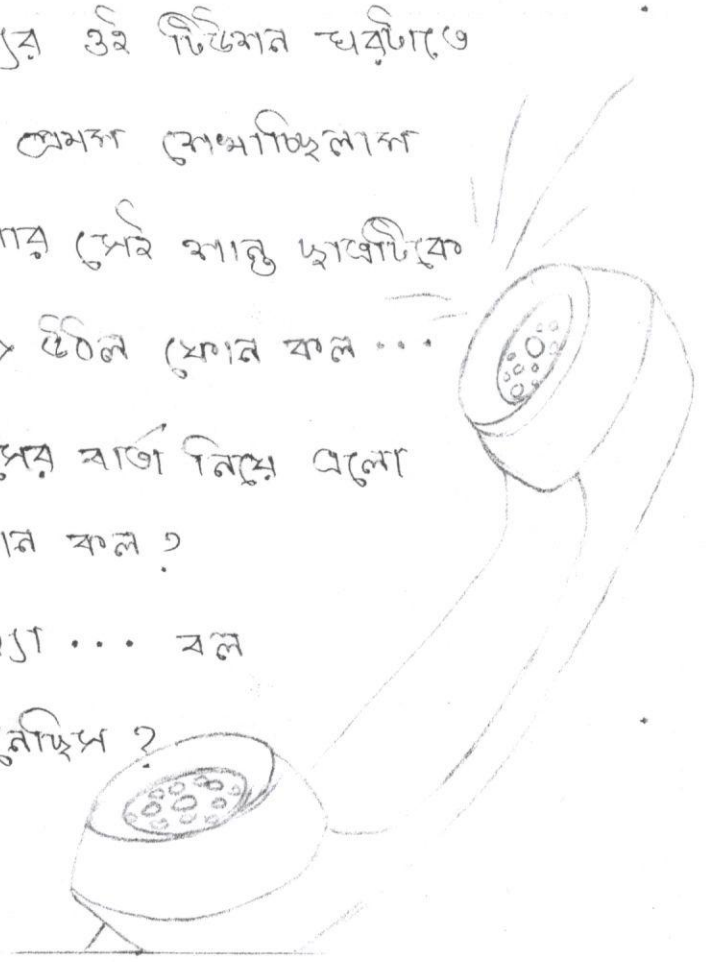

কি শুনবো ?

অপু স্যার আর নেই

হ্যা... কি বললি !

স্যার আর নেই।

সেই হরন অঙ্কের পরিবেশটা

কেমন থমকে গেলো।

মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক

ঘন অন্ধকারে ভরে গেল

কন্ঠস্বর চেপে এলো।

"স্যার... স্যার... অংক হয়েছে

ছুটি আজ যাও।

এটা কি সত্যি ?

কি করে সত্যি হতে পারে

সেদিন তো স্যার বললেন,

"শিক্ষকদের প্রসঙ্গে সেই ক্লান্তি থাকার পালা।"

হ্যাঁ ! এটাই সত্য

জানিস বাস্তব বড় কঠিন

জীবন বড় অলস

চোখের সামনে ভেসে উঠছে

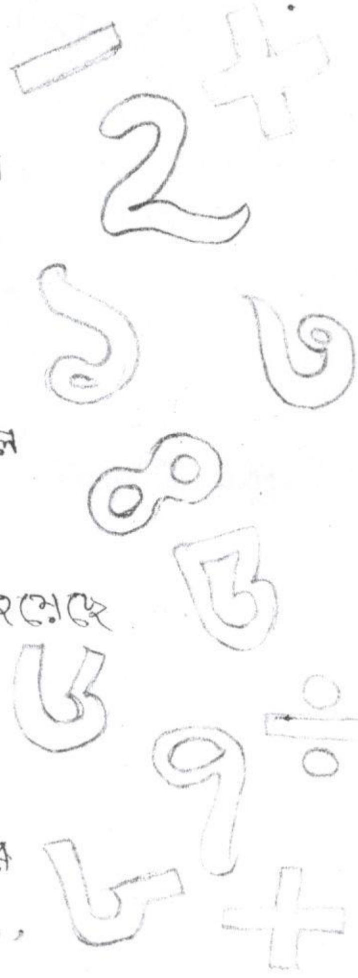

সাতে দতের বছরের স্মৃতিতে
এত চাপ নিস না মনা,
সব হয়ে যাবে।
হ্যাঁ হ্যাঁ... কাল ই পাঠিয়ে দেব
রেকর্ডিং গুলো।
এ প্রশ্নের উত্তর পারছিস না,
কি হবে তোদের?
মনে পরছে সেই গানটি
একসাথে গেয়েছিলাম স্যার, আর আমরা
“মে রাহু যা নারাহু কাল
পল যাদ আয়েগি য়ে পল।”
ব্যস্ততায় ভরা শহরে,
সময়ের স্রোতে হয়তো...
ভুলে যাব একদিন
তবুও প্যার থেকে যাবে,
হৃদয়ের এক পাশে... ।।

— সুনিতা দত্ত
(ষষ্ঠ সাম্মানিক)

শেষ যাত্রা

আমি বিদায় দিয়েছি তোমারে
মোর নয়ন জলে,
তুমি আসবে বলে
গিয়েছো চলে
আর আসলে না ফিরে
অমাবস্যা - পূর্ণিমা আসে যায় বার বার
তুমি কেন আসলে না আর,
তুমি শুধু রেখে গিয়েছো চরনে রেখাগো

— মনসা দে
(চতুর্থ ষাণ্মাসিক)

মানব জীবনের ধারা

মানব জীবন অতি [illegible]
ধারা ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রবাহ,
একই দিকে গতি তার
একই দিকে স্রোত,
প্রকৃতিতে সৃষ্টি না হয় যদি
একই তার রূপ,
যদিও বা সৃষ্টি হয়
প্রকৃতির শুধু এক আগম হয়।
তার আপাতই কার্যে হলে
আবারও নতুন করে সৃষ্টি হয়।
বাতাস যখন বয়ে চলে
বৃক্ষও তা সয়ে চলে,
পরিবারও বৃক্ষসম
ঝড়-বৃষ্টি সবই সয়,
তার প্রকোপ মেঘে গেলে
এক সাথে সবে মিলিত হয়
এমনই মানব জীবন ধারা।।

— [illegible] সরকার
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

কল্পনা

তুমি আমার বাস্তব
কোনো স্বপ্ন নয়,
তুমি আমার কল্পনা
কোনো বাস্তব।
তোমায় নিয়ে দেখা
স্বপ্ন আমার
সবই ছিল কল্পনা
তুমি আমার সেই অনুভূতি
যা শুধুই আজ কল্পনা।
তোমায় নিয়ে আমার এই কল্পনা
আকাশের মতই অসীম।

— মনিকণা মণ্ডল
(চতুর্থ ষাণ্মাসিক)

খোকার বিদেশ যাত্রা

যাচ্ছি আমি বিদেশ মাগো
দেবে না মোরে বাঁধা
বিদেশ গিয়ে দেখবো অনেক
শিখবো নানা ভাষা।
সেই দেশের মানুষ কেমন —
কেমন তাদের ভ্রমণ,
কেমন তাদের জ্ঞান - গরিমা
এসে তোমায় বলবো তখন
ভেবো না মা বিদেশ গিয়ে
ফিরব নাকো আপন দেশে
অনেক কিছু শিখে, দেখে
ফিরবো তোমারই পাশে।

— সুস্মিতা হাজরা
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

ফেরা নাহি যায়

যে টানে ছোট নদী চলে সাগরে
সে কি জানে শূন্য বাতাস সেথায়
হাহাকার করে মরে।

ওগো ছোট্ট নদী ওগো
তোমার মতো আরও কত
এমনি আসে, আর মিশে যায়।
হায়! নিয়তি পাছে চায়
ফেরা নাহি যায়, ফেরা নাহি যায়।
জোয়ারের স্রোতে স্থান মেটে না
অদ্ভুত শেষ, ভাঁটা এসে জানায়।

— বীথিকা আক্তার
(ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক)

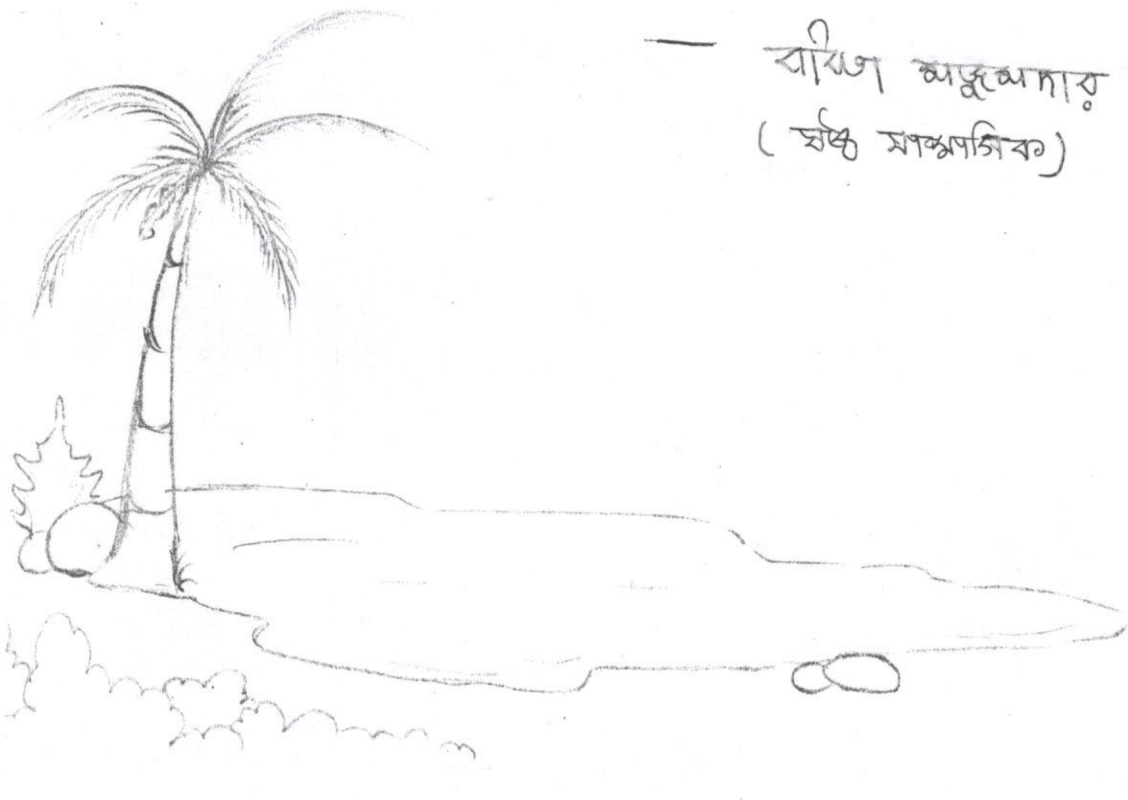

নিয়তি

ছোট থেকে বড়ো হোলাম
বাবার রাজ কন্যা হয়ে,
হাসি-কান্নায় মিলে মিশে।
বাবার কাছে যত আবদার
মায়ের কাছে বকা।
ভাই-বোনদের বড়ো আমি
বাড়ির বড়ো মেয়ে,
তাইতো ছিলাম আমি
বাবার আদরের মেয়ে।

একটু বড়ো হতেই সবাই বলে
ছিলিতো বেশ, রাজকন্যা হয়ে
এখন যেতে হবে অন্য রাজার দেশে।
এখানে ছিলি রাজ কন্যা
সেখানে হবি রানী।
এটাই আমাদের জীবন
এটাই নিয়তি।

— জয়শ্রী দে
(সহ শিক্ষিকা)

দুর্গা পূজো

আশ্বিনেতে দুর্গা পূজা
সবার মনে খুশি আসে।
সবাই নতুন-নতুন জামা পরে
মায়ের দর্শনেতে আসে।
মা আসবে ঘোড়ায় করে
ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে
ষষ্ঠীতে হবে বেলবরন মা উঠবে খাটে।
সপ্তমীতে হবে পূজো তাই আমাদের প্রীতি সাজা
অষ্টমীতে হবে পূজো মায়ের প্রেম নিয়ে।
আনন্দ ও উৎসাহতে সব উঠবে মেতে।
নবমীতে পূজো হবে নাচ গান নিয়ে
দশমীতে সিঁদুর খেলা
মা যাবেন চলে।

— শুভ্র চক্রবর্তী
(দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক)

দিদির বিয়ে

সেদিন তুমি বলে ছিলে
বসবে নাকো বিয়ে
আজ কেন বসেছে দিদি
ছুড়ে আমায় দিয়ে
লেখা পড়া ছেড়ে বুঝি
চলেছ শ্বশুর বাড়ি
দিদি, ইচ্ছা তোদের ফাঁকি দিয়ে
বসলে কেন বিয়ে?

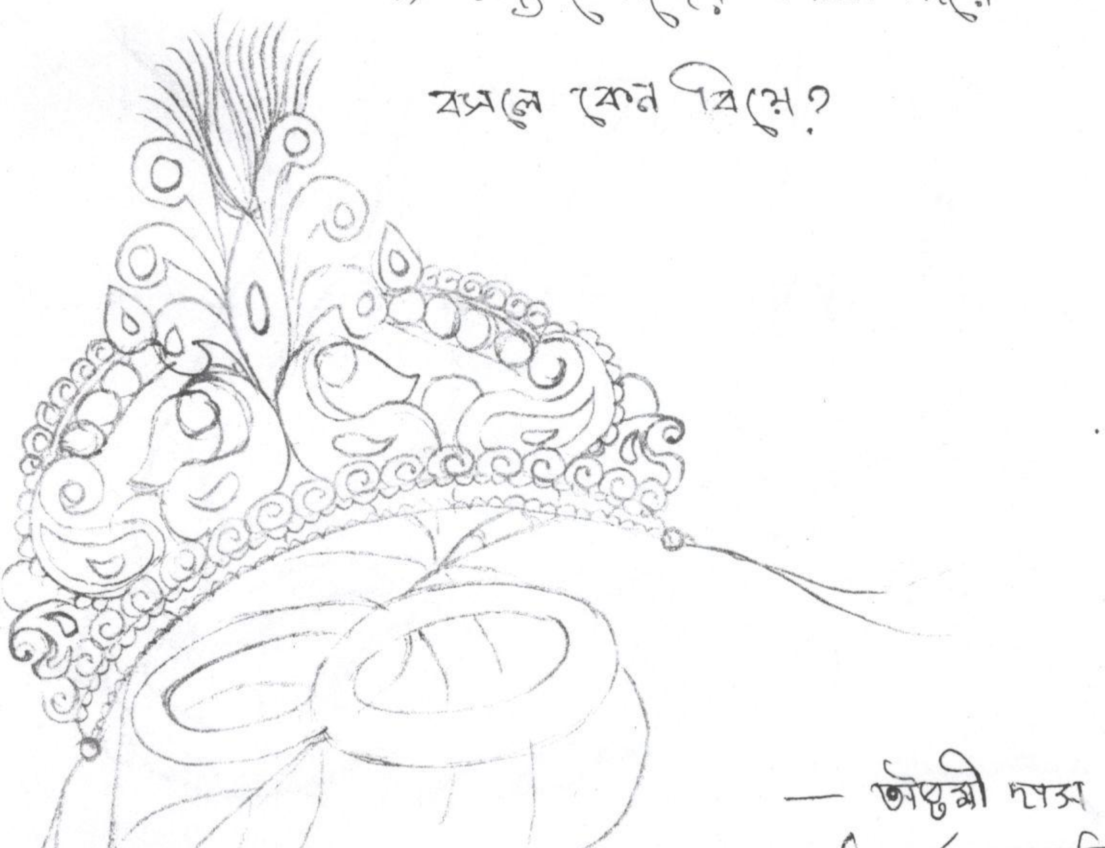

— অষ্টমী দাস
(চতুর্থ সাম্মানিক)

— শুভ চক্রবর্তী
(দ্বিতীয় ষান্মাসিক)

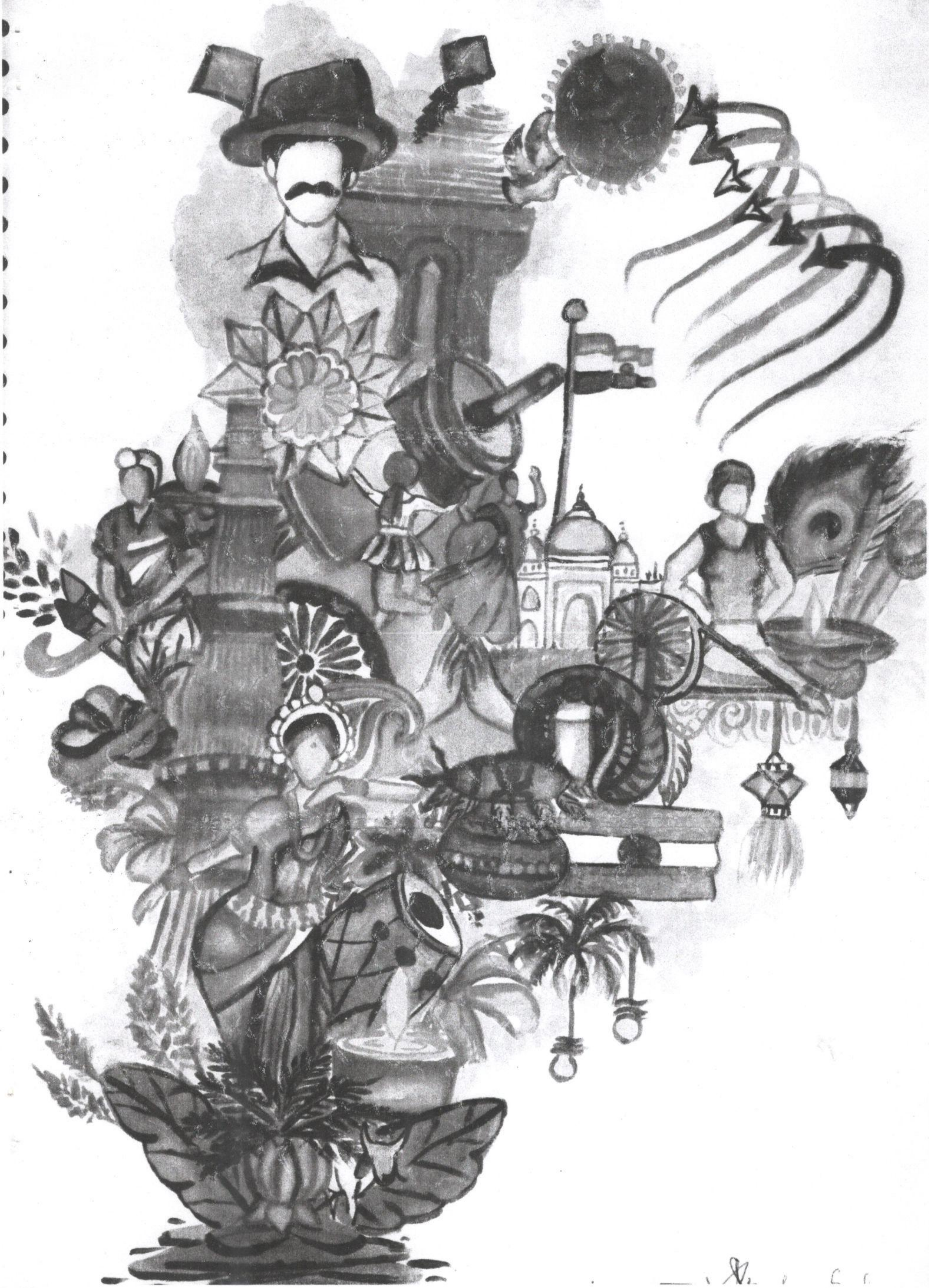

— সুনিতা দত্ত
(শিক্ষা সাহায্যকার)

শিক্ষক দিবস উদযাপন

বিভাগীয় নাটক

ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

চতুর্থ ষাণ্মাসিক